৬৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 JAN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

এস এস সি পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই অভিযোগ দেশের সর্বত্র। তবে গত মঙ্গলবারের ইত্তেফাকে বাগেরহাট ও লক্ষ্মীপুর জেলার এতদসংক্রান্ত সংবাদ ছাপা হইয়াছে। বাগেরহাটের সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জেলার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হইতে ৮১০ টাকা হইতে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ফি আদায় করা হয়। এই ফি-এর মধ্যে কোচিং ফিসহ অন্যান্য ফি-ও রহিয়াছে। অন্যদিকে, লক্ষ্মীপুরের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সেখানকার স্কুলগুলিতে ৭১০ টাকা ও ৮১০ টাকা হইতে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে স্কুলের ছয় মাসের বেতন, সেশন চার্জ, কোচিং ফি, মার্কশীট ফি, প্রবেশপত্র, সনদপত্র, প্রশ্নপত্র ও খেলাধুলা ফি, কল্যাণ ফি, মিলাদ ফি, স্কুল উন্নয়ন ও মাঠ সংস্কার ফি ইত্যাদি। গ্রামের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এত টাকার ফি দেওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু তাহাদের না দিয়া কোন উপায় নাই।

এই ফি যোগাড় করিতে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের যে কী পরিমাণ কষ্টের শিকার হইতে হয় তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। যে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে পুষ্টিহীনতা ও রোধব্যাধি একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত, সেই পরিবারে লেখাপড়া বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বহু দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা অভুক্ত অবস্থায় দল বাঁধিয়া স্কুলে যায় এবং তাহাদের অনেকে পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনও করে। কিন্তু এই ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে স্কুলের বেতন পরিশোধ করিতে পারে না। অর্থের অভাবে খাতা ও বইপত্র ক্রয় করিতে পারে না। এই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সময় যখন দুই হইতে আড়াই হাজার টাকা স্কুলে জমা দিতে হয় তখন তাহাদের অভিভাবকদের দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকে না। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযোগ করা হয় যে, স্কুল প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্বিগুণ তিনগুণ পর্যন্ত ফি আদায় করে এবং এই বর্ধিত ফি পরিশোধ করিতে গিয়া দরিদ্র অভিভাবকেরা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা ইহাকে স্কুল কর্তৃপক্ষের এক ধরনের অত্যাচার হিসাবে গণ্য করে এবং এই ব্যাপারে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ পত্র-পত্রিকায় একই অভিযোগ ছাপা হওয়ায় অনুমিত হয় যে, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষীয় কোন পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। বিষয়টি কেন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা ফি সরকারীভাবে নির্দিষ্ট করা রহিয়াছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন খাত দেখাইয়া পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে বাড়তি ফি আদায় করে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা দিতে বাধ্য হয়। কেননা এই বাড়তি ফি না দিলে তাহাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কোন সুযোগ মিলে না। সরকার শিক্ষক বেতনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী প্রদান করিয়া থাকে। তাহার পরও কেন বিভিন্ন খাত প্রদর্শন করিয়া পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে এত অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ তাহা দেখিয়াও না দেখার ভান করেন তাহা বুঝিতে পারি না।

বিষয়টির প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কেননা ইহাতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র অভিভাবক ও তাহাদের পরীক্ষার্থী সন্তানেরা। ইহা চলিতে থাকিলে যাহাদের স্কুলে আনিতে সরকারের প্রাণান্তকর অবস্থা হয় সেই দরিদ্র সন্তানেরা স্কুলে আসা এবং পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা হারাইয়া ফেলিবে। তাহাছাড়া অতিরিক্ত ফি নেওয়া কোন দস্তুর হইতে পারে না। সরকারেরই উচিত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের পক্ষে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই দাবীটি যেহেতু দেশের সমস্ত অভিভাবকের সে জন্য আমরা আশা করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

SHEET — OF — SHEETS